আনাচে কানাচে ভ্রমণ

দীপ দত্ত

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

আনাচে কানাচে ভ্রমণ

দীপ দত্ত

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১

আনাচে কানাচে ভ্রমণ
Aanache Kanache Bhraman

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক
(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি ঃ বিজয়চাঁদ দাস (শান্তিনিকেতন)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
দি নিও প্রিন্ট কনসার্ন
১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মোবাইল ঃ ৯৮৩০০৬০৩০৬

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ২০০ টাকা

যিনি পথ দেখিয়ে চলেছেন...
প্রয়াত বাবি নরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত-কে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভ্রমি বিস্ময়ে

ভ্রমণে গেছি বারবার অধ্যাত্ম-চেতনা ঋদ্ধ হিমালয়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে আবার যুগাতীত পরিক্রমায় ঋদ্ধ করেছেন শঙ্কু মহারাজ, সুরম্য ভ্রমণের চালচিত্র এঁকেছেন সুবোধ চক্রবর্তী মহাশয় আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্রষ্টার দৃষ্টিতে বলেছেন—'সুন্দর নেহারি'। আমাদের বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি সন্দর্শনের যে আধারগুলি সাজানো আছে বর্ণভেদে রূপভেদে তা অনুপম মাধুরী পায় উত্তরসূরীদের অন্বেষণের দৃষ্টিতে।

বন্ধুবর দীপনারায়ণ দত্ত তেমনই এক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যিনি সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর অন্বেষক হৃদয়ের সুব্যক্ত কথামালায়, অপূর্ব মননে।

'আনাচে কানাচে ভ্রমণ' এই অপরূপ শব্দবন্ধের মধেও আপাতদৃষ্টিতে একটা আটপৌরে মেজাজ থাকলেও গভীরে রয়েছে একটি অনাবিল রসস্রোত আর চঞ্চল হৃদয়ের অভিব্যক্তি মালা। কথাগুলি গতিময় হয়ে ডানা মেলেছে দিকে দিগন্তে—

'মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।'

রবীন্দ্রনাথ, বলাকা ৩৬ সংখ্যক কবিতা আবেগতাড়িত হয়েই দীপনারায়ণ ভ্রমণ করেছেন আর তাঁর অন্বেষায় তুলে এনেছেন কথার ব্যঞ্জনা। ছবি এঁকেছেন নিপুণ তুলিতে দ্বার খুলে দিয়েছেন নানা অনালোকিত ভুবনের।

আনাচে কানাচে ভ্রমণের শব্দময় বৈচিত্র্যমালায় ধরা পড়েছে এমনই আটাশটি রূপরেখা যেগুলি বিভাজিত দুটি পর্যায়ে 'ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পৌঁছে যাব' ও 'সত্যি

ভ্রমণ কল্প ভ্রমণে' যথাক্রমে উনিশ ও নটি পর্যায়ে। নিকট দূরের এই ভ্রমণবিহার তাঁর উন্মোচিত দৃষ্টিশক্তির বাক্‌ফসল।

অন্বেষণের এই অভিযাত্রায় ইতিহাসের সমৃদ্ধস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নির্জন প্রকৃতি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা'র আপনভুবন আবার শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশ উঠে এসেছে দীপনারায়ণের সহজ কথনে। একাধারে দরদী শিক্ষক হৃদয়ের সমদৃষ্টি অন্যদিকে প্রকৃতির পাঠশালায় ছড়ানো ছিটানো নানা কবিতার মত স্তবকমালা মর্মস্পর্শে সৌন্দর্যময়।

কাছে দূরের এই ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলির মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে কখনও পার্বত্য হিমালয়ের কোলে সবুজের সমারোহ কোথাও কলকাতার জনারণ্যে প্রাচীন সৌধগুলির সন্নিকটে ইতিহাস খোঁজা, কোথাও বা রাঢ়বঙ্গের রুক্ষ প্রতিবেশ যেখানে নেই শ্যামলিমা নেই রসের উৎস্রোত অথচ জীবনযাপনের গভীরে আছে প্রাণতরঙ্গ।

লেখাগুলিতে মাঝে মাঝেই স্থান পেয়েছে আদিবাসী জনজীবনের অনাবিল ছবি, গ্রামের মানুষের মেলামেশার হার্দিক স্বাদ। লেখকের এই যাপন চিত্রে তিনি সঙ্গে পেয়েছেন সহধর্মিনী যমুনা, পুত্র-কন্যা দিব্য ও অমৃতাকে। শিক্ষক সুলভ ভঙ্গিতে নয় বন্ধুর মতো বিহার করেছেন অমৃতময় প্রকৃতির দিব্যাঙ্গনে, উথলে উঠেছে মন যমুনা নিজে পরিতৃপ্ত হওয়ার পাশাপাশি রসের এমন ভিয়েন করেছেন যে তার স্বাদগ্রহণ না করে পারা যায় না।

কি বলি তাঁর এই ভ্রমণপিপাসু মনের নিরন্তর ভ্রমণকথা সম্পর্কে। শরণাপন্ন হই ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—

চরণ্ বৈ মধুবিন্দতি চরণ্ স্বাদুমৃদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্।।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদুফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতবে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

শান্তিনিকেতন
১৫ জানুয়ারি, ২০২২

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

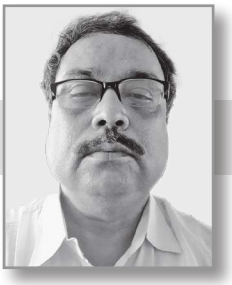

প্রাক্‌কথন

'আনাচে কানাচে ভ্রমন' নামটি বড়োই সুন্দর ও অর্থবহ। পরিকল্পনা, গোছগাছ, প্রস্তুতি এবং খরচাপাতির আধিক্য যে নেই তা নামের মধ্যেই নিহিত। বেড়াতে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য ভ্রমন বর্ননা ও যাত্রাপথের পরিচয় রয়েছে। সরস উপাখ্যান, সত্যি ভ্রমন ও কল্পভ্রমন।

সম্পাদকীয়তে ভূমিকা লেখার জন্য মানস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রচ্ছদ ও পাতায় পাতায় অলঙ্করনের জন্য বিশিষ্ট শিল্পী বিজয়চাঁদ দাস-কে অভিনন্দন জানাই।

ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনী অত্যন্ত আনন্দের সাথে 'আনাচে কানাচে ভ্রমন' প্রকাশ করতে উদ্যোগী। বইমেলায় পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী।

ধন্যবাদান্তে

সৌমেন চক্রবর্তী

ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

(চলভাষ ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

বিধাননগর

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সূ চি প ত্র

❑ ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পৌঁছে যাব ❑

- সবুজের প্রাণপ্রাচুর্যে—অখণ্ড অবসর ❑ ১১
- খাড়ি পথে শামসেরনগর ❑ ১৪
- সাহেব ডাঙ্গায় রবি সকালে ❑ ১৬
- বাড়ি আমার পুকুরধার ❑ ১৯
- ওখরে ছুঁয়ে বার্সে...রডোডেনড্রন ট্যুর ❑ ২২
- শামুকখোরের বাসায় ❑ ২৬
- অন্যরকম ভ্রমণে রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ❑ ২৯
- সুপুর গ্রামের মীনমঙ্গল উৎসবে ❑ ৩৪
- সোনাঝুরির শিশুতীর্থে এক সকালে ❑ ৩৬
- চলুন কামারপুকুর-জয়রামবাটি ❑ ৩৯
- রহমৎপুর আদিবাসী পল্লী ❑ ৪৩
- মনমঞ্জিলে পৌষ সংক্রান্তিতে ❑ ৪৫
- ছোটদের সাথে শীতের কলকাতায় ভ্রমণ ❑ ৫১
- চলো যাই ❑ ৫৬
- পূর্ণিমারাতে কুঞ্জবিতানে ❑ ৫৯

⏩ পুতুলের দেশে সরপুরিয়ার দেশে ❑ ৬২

⏩ অতীতের রাজধানী সুপুর হয়ে লোচন দাস, খ্যাঁদা পার্বতীর দেশে.... ❑ ৬৬

⏩ নবমীর সাঁজবেলায় সুরুলের সরকার বাড়িতে ❑ ৭০

⏩ চড়কডাঙ্গা পণ্ডিত সাধুচরণ মুর্মু পুথিগাড়—আলোকিত মানুষের সুতিকাগারে ❑ ৭২

❑ সত্যি ভ্রমণ কল্প ভ্রমণ ❑

⏩ বাবামশায়ের হাতে পোঁতা কুর্চি ❑ ৭৫

⏩ ক্লাসছুটে অন্যপাঠ ❑ ৭৭

⏩ রোজা না রেখে রক্ত দিল সুরজ ❑ ৮০

⏩ নিছক গল্পকথা নয় ❑ ৮২

⏩ "একেবেকে"—আমাদের ছোট ট্রেন ❑ ৮৫

⏩ গরমের ছুটিতে—আনন্দপুরে ❑ ৮৭

⏩ এ প্যাসেজ টু হার্ট ❑ ৯০

⏩ যে পুজো ফিরবে না আর ❑ ৯২

⏩ দেশের বাড়ি নেই, আছে স্মৃতির সেই কোজাগরী পূর্ণিমারাত ❑ ৯৪